শেখ মুজিবের বাংলাদেশ

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ২

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ৩

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ৪

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ৫

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ৬

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ

শহীদ আশরাফ

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ	শহীদ আশরাফ
প্রকাশক	নালন্দা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)
	তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	তুহিন সাবের
প্রচ্ছদ	নিয়াজ চৌধুরী তুলি
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	২০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Writer
Sheikh Mujiber Bangladesh	Shahid Ashraf
Cover Design	Niaz Chowdhury Toli
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor, Dhaka 1100
Price	200.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-8-2
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

বঙ্গবন্ধুর প্রিয়
বাংলাদেশবাসীকে–

প্রকাশকের নিবেদন

পাকিস্তানি পিশাচ বাহিনীর পৈশাচিক দন্ত নখরাঘাতে সোনার বাংলা আজ বিবর্ণ, বিধ্বস্ত তবুও বাংলার মহাশ্মশানে জেগেছে আবার জীবনের জয়গান। বাংলার মাটি আর মানুষ আজ মুক্ত। বাংলার নির্ভীক সূর্য সন্তানেরা বাংলাকে হানাদার মুক্ত করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে।

বাংলার প্রিয় নেতা বিশ শতকের রাজনৈতিক বিশ্বের বিস্ময় শতাব্দীর সূর্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সসম্মানে বাংলার স্বাধীন ভূমিতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে জঙ্গীসাহীর উত্তরাধিকারী পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলি জানার আগ্রহ আজ বাংলার অযুত মানুষের। তাই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ঘটনাবলি সংবলিত এই ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থখানি বাংলার মানুষের সামনে হাজির করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকদের যদি কিছুমাত্রও আগ্রহ নিরসন হয় তবে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।

বিনীত প্রকাশক

একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি—
বাংলাদেশ
আমার বাংলাদেশ।

পিতা-মাতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিব— বিশ্বের একটি বিস্ময়কর নাম। এক অবিস্মরণীয় ইতিহাসের স্রষ্টা।

শেখ মুজিব— সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আত্মার পরম আত্মীয়, তাদের প্রেরণা, তাদের একমাত্র নির্ভরশীল আশ্রয়।

শেখ মুজিব— একটি সংগ্রামী সত্তা। নির্ভীক, সংগ্রামী এবং অকুতোভয় একটি জাতির পিতা।

১৯৭০ সালের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসের বাঙালিকে এমন ঐক্যবদ্ধ হতে আর কখনো দেখা যায়নি। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় দেশ ও সমাজকে শোষণ এবং অবিচার থেকে মুক্ত করার বাসনায় বাঙালি সম্ভবত এতটা উন্মাদিত ইতঃপূর্বে আর কোনোদিন হয়নি যেমনটি এবার হয়েছিল। সারা বাংলাদেশের মানুষ এ নির্বাচনে যে একটি মাত্র সত্তায় পরিণত হয়েছিল– একটি মাত্র বিস্ময়কর জাদু মাখা স্লোগানের ধ্বনিতে ছেয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের উদার আকাশ আর ক্ষুধার্ত মাটি। সারা বাংলাদেশ বলিষ্ঠ তীব্র উচ্চকণ্ঠে সমবেত স্বরে চিৎকার করে উঠেছিল বাংলাকে বাঁচাতে হবে, বাংলার মানুষকে বাঁচতে দিতে হবে, আবহমান বাংলার আকাশ, বনানী, নদী আর প্রান্তরকে রক্ষা করতে হবে। স্লোগান উঠেছিল জয় বাংলা, জয় বাংলা এবং জয় বাংলা। আর এই জয় বাংলা স্লোগানে উদীপ্ত হয়ে, উজ্জীবিত হয়ে, উদ্বুদ্ধ হয়ে যে একজন নেতার প্রতি চরম আস্থা জ্ঞাপন করলেন তিনি হলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নয়ণমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনের দিন বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের অস্তিত্বকে, নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে অপরিসীম আনন্দ এবং আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে— পরম নির্ভরতার সঙ্গে তুলে দিলেন একটি মানুষের হাতে। যিনি বাংলাদেশের সকল অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার শপথ বারবার উচ্চারণ করেছেন, যিনি সোনার বাংলাকে শোষণহীন করার কথা ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে যিনি বাংলার

মানুষকে বঞ্চনা, ক্ষুধা, অবিচার এবং অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের সব কিছুকে তুচ্ছ করার এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেছেন একাধিকবার।

এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মানুষ সকল রকম প্রলোভনকে অতিক্রম করে, সকল রকম কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে, সকল রকম বিভ্রান্তিকে এড়িয়ে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঐক্যে নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং অধিকার আদায়ের সনদটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বাংলার মানুষ '৭০-এর নির্বাচনে বিশেষভাবে কোনো দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেননি— তারা সবাই ভোট দিয়েছিলেন বাংলা এবং বাঙালির ত্রাণকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে, কেননা শেখ মুজিব বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত সাড়ে সাত কোটি মানুষকে অনাস্বাদিত মুক্তির, স্বাস্থ্যের এবং সম্পন্নতার আনন্দলোকে নিয়ে যাবেন।

শেখ মুজিব পরিণত হয়েছিলেন অবহেলিত বাংলা এবং বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র এবং অনন্য হাতিয়ারে।

বাংলার অসহায় মানুষ এবং মাটির অধিকার তাঁকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। অন্য কোনো পথযাত্রা তাঁর জন্য ছিল নিষিদ্ধ।

একটি বিশেষ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার এক ছায়াসুনিবিড় গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার বিশিষ্ট বাঙালি মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারে জাতির পিতা বাংলার অগ্নি-সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। জনাব শেখ লুৎফর রহমান বঙ্গবন্ধুর জনক এবং বেগম সাহেরা খাতুন তাঁর জননী। শেখ সাহেবরা সর্বমোট ছয় ভাই-বোন। দুই ভাই এবং চার বোন। বঙ্গবন্ধু পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। বঙ্গবন্ধুর বড় বোন মিসেস ফাতেমা বেগম, মেজো বোন মিসেস আসিয়া খাতুন– তিনি প্রাক্তন খ্যাতনামা ছাত্র নেতা এবং বর্তমানে মুজিব বাহিনী হাই কমান্ডের অন্যতম প্রধান নেতা জনাব শেখ ফজলুল হক (মণি)-এর জননী। তৃতীয় বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। চতুর্থ বোন মিসেস হেলেন– তিনি বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা বরিশালের জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সহধর্মিণী। পঞ্চম জনাব শেখ আবু নাসের এবং ষষ্ঠ মিসেস লায়লা বেগম।

শৈশব অবস্থা থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনচেতা ও জনহিতকর কাজে বিশেষ উদ্যোগী।

বাংলার সরল অসহায় সাধারণ মানুষের উপর বিভিন্ন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা দৃষ্টে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হলো মাত্র সতেরো বছর বয়সে।

ইংরেজি ১৯৩৭ সালের দিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের পর মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মহানগরী কলকাতায় যাওয়ার পর নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে এসে বঙ্গবন্ধুর জীবনের দিক পরিবর্তন ঘটল। তিনি বুঝলেন যেমন রোগশয্যায় শায়ীত মুমূর্ষু মানুষের মুখে শুধুমাত্র পথ্য দিলেই তার রোগমুক্তি সম্ভব নয় তেমনি নিগৃহীত, অবহেলিত বাঙালি জাতির মুক্তিও সহজ-সরল পথে আসা সম্ভব নয় তাই তিনি বিপ্লবের পথ বেছে নিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যোগদান করলেন নেতাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত তৎকালীন বাংলার বিপ্লবী দলে এবং সেখানেই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর বর্তমানের সংগ্রামী জীবনের।

ব্রিটিশ সরকারের ষড়যন্ত্রের সাথে সাথে ব্রিটিশের পদলেহী দেশি রাজনৈতিক দালালদের চক্রান্তের ফলে নজরবন্দি হলেন নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু। তারপর এক পর্যায়ে তাঁকে স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে পাড়ি জমাতে হলো অনিশ্চিত প্রবাসের পথে। অতএব নেতাহারা বঙ্গবন্ধু অবশেষে ১৯৩৯ সালে

মুসলিম লীগে যোগদান করে মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন। এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার হয়ে উল্লেখযোগ্য সব কয়টি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যান। রশীদ আলী আন্দোলন, সিলেট রেফারেন্ডাম, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ প্রভৃতি আন্দোলনের অগ্রভাগে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে তিনি ছিলেন একজন অসমসাহসী নির্ভিক সৈনিক।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগ কর্তৃক ফরিদপুর জেলার ইলেকশন ইনচার্জ মনোনীত হন।

১৯৪৭ সালে আইন পাঠ্যাবস্থায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে পুনর্গঠিত করেন এবং ছাত্রলীগের মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরম্ভ করেন ও ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার দায়ে কুখ্যাত নূরুল আমীন সরকার কর্তৃক কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হন।

১৯৪৭ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন এবং ১৯৪৯ সালের ২৭শে জুন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।